দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 29 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫ .....

97

বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যা

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকেরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। উহাদের অন্যতম হইতেছে বেতন সমস্যা। সরকার শিক্ষকদের বেতন প্রতিমাসে দিবার কথা বলিলেও অনেক সময় তিন মাস পরও এক মাসের বেতন তাহারা পান না। জুন হইতে আগষ্ট'৯৮ পর্যন্ত সময়ের বেতন অনেক শিক্ষক যথাসময়ে পান নাই। ৩০শে আগষ্টের মধ্যে জুন মাসের বেতন তুলিবার সময়সীমা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পটুয়াখালী জেলার দশমিনাস্থ সোনালী ব্যাংকে টাকা না থাকায় উক্ত থানার শিক্ষকেরা সময় মত টাকা তুলিতে পারেন নাই। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর '৯৮ পর্যন্ত সময়ের বেতনও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকেরা পান নাই। অক্টোবর মাসের বেতন ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেওয়া হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময় ব্যাংকে মেমো আসে নাই বলিয়া দশমিনাস্থ সোনালী ব্যাংক হইতে জানানো হয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন মেমো আসিল তখন আবার ব্যাংক টাকা দিতে পারিবে না বলিয়া জানায়। ইহার মধ্যে নভেম্বর মাসের বেতনের অর্ডার আসে। দুই মাসের বেতনের সহিত পূর্বের ৪০% হিসাবে তিন মাসের বেতন কোনটাই দশমিনাস্থ সোনালী ব্যাংক শিক্ষকদের দেয় নাই। সব মিলাইয়া পটুয়াখালী জেলার দশমিনা থানার উক্ত শিক্ষকেরা বেতনের সরকারী অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। ফলে সর্বদাই তাহাদের দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে হয়। প্রশ্ন হইতেছে এই অনিয়মের জন্য দায়ী কে? সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ না দশমিনার সোনালী ব্যাংকের কর্মচারীরা? বেসরকারী শিক্ষকেরা যাহাতে প্রতি মাসে বেতন পাইতে পারেন তাহা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন জানাইতেছি।

মাহতাবউদ্দিন আহমেদ,
সিনিয়র শিক্ষক,
চাঁদপুরা এ,বি,সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মৌবাড়িয়া, থানাঃ দশমিনা,
জেলাঃ পটুয়াখালী।